

সুভা

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

০১। দুই সন্তানের পর কন্যা সন্তান পলাশ বাবুর পরিবারে আনন্দের বন্যা নিয়ে এলো। নাম রাখা হলো ‘কল্যাণী’। সকলের চোখের মণি কল্যাণী বেড়ে ওঠার সাথে সাথে পলাশ বাবু বুঝতে পারলেন বয়সের তুলনায় কল্যাণীর মানসিক বিকাশ ঘটে নি। কিছু বললে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। কল্যাণীর বিয়ের কথাবার্তা চলছে। পলাশ বাবু কল্যাণীর সবই বরপক্ষকে খুলে বললেন। সব শুনে বরের বাবা সুবোধ বাবু বললেন, ‘পলাশ বাবু কল্যাণীর মতো আমার ছেলেও তো হতে পারত, কাজেই কল্যাণী মাকে ঘরে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।’

(ক) সুভার গ্রামের নাম কী?

(খ) ‘পিতা-মাতার নীরব হৃদয়ভার’—কথাটি দ্বারা লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

(গ) উদ্দীপকের প্রথম অংশের বক্তব্যে কল্যাণী ও সুভার যে বিশেষ দিকটির সঙ্গতি দেখানো হয়েছে— তা ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) কল্যাণী ও সুভা একই পরিস্থিতির শিকার হলেও উভয়ের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি ভিন্ন— বিশ্লেষণ কর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) সুভার গ্রামের নাম চণ্ডীপুর।

(খ) ‘পিতা-মাতার নীরব হৃদয়ভার’— কথাটির মধ্য দিয়ে বাক প্রতিবন্ধী সুভার বিয়ের বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে দিতে না পারায় পিতা-মাতার হৃদয়ে যে নীরব কষ্টের সৃষ্টি হয় লেখক সে কষ্টের কথা বুঝিয়েছেন। সুভা বাণীকণ্ঠের ছোট মেয়ে। সে কথা বলতে পারে না। বাণীকণ্ঠ তার বড় দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাক প্রতিবন্ধী হওয়ায় বড় দুই মেয়ের মতো সুভার বিয়ে দিতে পারেননি। সুভার ভবিষ্যৎ নিয়ে বাণীকণ্ঠ ও তার স্ত্রী উভয়েই চিন্তিত। সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাদের হৃদয়ে নীরব কষ্টের সৃষ্টি হয়। লেখক কষ্টকেই বলেছেন পিতা-মাতার নীরব হৃদয়ভার।

(গ) উদ্দীপকের প্রথম অংশের বক্তব্যে কল্যাণী ও সুভার শারীরিক প্রতিবন্ধিতার দিকটির সংগতি দেখানো হয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে মানুষ আমাদের সমাজে অবহেলার শিকার হয়। এতে সমাজের মানুষের হীনম্মন্যতার পরিচয় প্রকাশ পায়। আমাদের সবারই প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভূত শীল হতে হবে। তবেই তারা বিকশিত হবে ও সুন্দরভাবে বাস করতে পারবে সমাজে। ‘সুভা’ গল্পে সুভা কথা বলতে পারে না। তার জন্ম বাবা-মায়ের মাঝে আনন্দের বার্তা নিয়ে এলেও কথা না বলতে পারার বিষয়টি কিছুটা নীরব হৃদয়ভারের জন্ম দেয়। উদ্দীপকের কল্যাণীর জন্মও পরিবারের আনন্দের বন্যা নিয়ে আসে। কিন্তু তার মানসিক প্রতিবন্ধিতার

দিকটি সবাইকে চিত্তিত করে তোলে। উদ্দীপকের কল্যাণীর মানসিক বিকাশ কিছুটা কম হয়েছে। ‘সুভা’ গল্পের সুভাও বাকপ্রতিবন্ধী হওয়ায় তার পরিবারের সবার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্দীপকের বক্তব্যে কল্যাণী ও সুভার প্রতিবন্ধিতার দিকটির মিল দেখানো হয়েছে।

(ঘ) কল্যাণী ও সুভা একই পরিস্থিতির শিকার হলেও উভয়ের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি ভিন্ন— মন্তব্যটি যথার্থ। শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষেরা আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে অবহেলার সম্মুখীন হয়। তারা আমাদের সমাজেরই অংশ। তারা আমাদের মতোই মানুষ। তাদের কল্যাণে এগিয়ে আসা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের সহানুভূতি ও মমত্ববোধে তারা পাবে জীবনের পূর্ণতা। উদ্দীপকে কল্যাণীর মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে ঘটেনি। বিয়ের কথাবার্তার সময় কল্যাণীর বাবা পলাশ বাবু বরপক্ষের কাছে সব কথা খুলে বলেন। তারা সব শুনে উদারতার পরিচয় দেন। বরের বাবা সুবোধ বাবু মহত্বের পরিচয় দিয়ে কল্যাণীকে ঘরে নিয়ে যেতে চান। অন্যদিকে ‘সুভা’ গল্পের সুভা বাকপ্রতিবন্ধী। সে কথা বলতে পারে না। সবার কাছ থেকে অবহেলা পেলেও সুভা তার বাবার ভালোবাসা পেয়েছে। সুভার সাথে কেউ মেশে না বলে সে পোষা প্রাণীদের মাঝে নিজের একটি বিশাল জগৎ তৈরি করেছে। উদ্দীপকের কল্যাণী ও ‘সুভা’ গল্পের সুভা একই পরিস্থিতির শিকার হলেও উভয়ের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি ভিন্ন। কল্যাণী সুবোধ বাবুর উদারতায় পেয়েছে সুন্দর ভবিষ্যতের সন্ধান। কিন্তু ‘সুভা’ গল্পের সুভার পরিণতি এতটা মানবিকতায় সিক্ত হয়নি। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

০২। আনুর মা ডাক্তারের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখে ব’লে উঠল, আপনি বলুন ডাক্তার বাবু, আপনি বলুন। ও হতভাগী কালা-বোবা। সকলের মুখে ফুটে উঠল অদ্ভুত অভিব্যক্তি, বিস্ময়, করুণা, হয়তো কিছুখানি তাচ্ছিল্য আছে তার মধ্যে। ডাক্তারের মুখে তার প্রকাশ সবচেয়ে কম। এ সন্দেহ তার হয়েছিল।

(ক) সুভা কোথায় বসে থাকত?

(খ) “কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত”— বাক্যটির প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকের বোবা মেয়েটি ‘সুভা’ গল্পের কোন চরিত্রের অনুরূপ তা নিরূপণ কর।

(ঘ) “সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি ‘সুভা’ গল্পের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে না।”— যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) সুভা তেঁতুলতলায় বসে থাকত।

(খ) গোয়ালের গাভী দুটির সাথে সুভার সম্পর্ক বোঝাতে প্রশ্নোক্ত বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। সুভা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক বালিকা। সে কথা বলতে পারে না বলে তার কোনো বন্ধু বা সাথি নেই। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। সুভা তাই তাদের গাভী সর্বশী ও পাঙ্গুলির সাথে সখ্য গড়ে তোলে। তারা সুভার মুখে কখনো কথা শোনেনি কিন্তু তার পায়ের শব্দ তারা চিনত। সুভার না বলা কথাগুলো এরা সহজে বুঝতে পারত, যা মানুষ বুঝত না বা বুঝতে চাইত না। লেখক এখানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের অনুভূতির তীব্রতার দিকটি উন্মোচন করেছেন।

(গ) উদ্দীপকের বোবা মেয়েটি ‘সুভা’ গল্পের সুভার অনুরূপ। আমাদের সমাজ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি সচরাচর কেউ সহানুভূতি দেখায় না। ফলে তাদের প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগ হারিয়ে যায়। আর এই কারণেই তারা মাঝে মাঝে মানুষের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। উদ্দীপকের কালা-বোবা মেয়ে আনু বড়ই অসহায়। শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে সে সবার অবহেলার শিকার হয়েছে। মায়ের কথায় তার প্রতি তচ্ছল্য ভাব প্রকাশিত হয়েছে। ‘সুভা’ গল্পের সুভাও সবার কাছ থেকে পেয়েছে শুধু অবহেলা। সবাই মনে করে সুভা কথা বলতে পারে না, তাই সে কিছু অনুভব করতে পারে না। তার সামনেই সবাই তার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গির কথা প্রকাশ করে, যা সুভার মনকে অনেক ছোট করে দেয়। কথা বলতে না পারাটা তার কাছে অভিষাপের মতো মনে হয়। তাই উদ্দীপকের বোবা মেয়েটিকে ‘সুভা’ গল্পের সুভার অনুরূপ বলা যায়।

(ঘ) “সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি ‘সুভা’ গল্পের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে না।”— মন্তব্যটি যথার্থ। অসহায় মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে হবে। তাদের কষ্টে নিজেকে একাত্ম করতে হবে। তারাও যে সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে না এই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই পৃথিবী আরও আনন্দময় হয়ে উঠবে। উদ্দীপকে আনুর মায়ের কথায় শারীরিক প্রতিবন্ধী মেয়েটির প্রতি তচ্ছল্য ভাব প্রকাশিত হয়েছে। মেয়েটি কথা বলতে পারে না বলে তাকে অবহেলার শিকার হতে হয়েছে। উদ্দীপকের এ বিষয়টি ‘সুভা’ গল্পেও প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পের সুভা জন্ম থেকেই বাকপ্রতিবন্ধী। গল্পে লেখক শুধু সুভার কষ্ট ও অসহায়ত্বই প্রকাশ করেননি, তিনি বাকপ্রতিবন্ধী মানুষের জন্য হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও মমত্ববোধের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন। সুভার মা নিয়তিকে দোষ দিলেও তার বাবা তাকে অনেক ভালোবেসেছেন। সুভার সাথে কেউ মেশে না বলে সে পোষা প্রাণীদের আপন করে নিয়েছে। তাদের কাছে সুভা ছিল অনেক মুখর। নির্বাক প্রকৃতির কাছে সে মুক্তির আনন্দ পেয়েছে। উদ্দীপকটি ‘সুভা’ গল্পের সুভাষিণীর কথা অর্থাৎ সুভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অপরদিকে ‘সুভা’ গল্পের মাধ্যমে গল্পকার পৃথিবীর সব শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ‘সুভা’ গল্পে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সার্বিক দিক প্রতিফলিত হয়েছে। ‘সুভা’ গল্পের মাধ্যমে লেখক মূলত মানুষের সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছেন এবং প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য একটি আশ্রয়ের জগৎ তৈরি করতে চেয়েছেন। এসব বিষয় উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

০৩। মা-মরা মেয়ে মিনু। বাবা জন্মের আগেই মারা গেছে। সে মানুষ হচ্ছে এক দূরসম্পর্কের পিসিমার বাড়িতে। বয়স মাত্র দশ, কিন্তু এই বয়সেই সবরকম কাজ করতে পারে সে। সবরকম কাজই করতে হয়। লোকে অবশ্য বলে যোগেন বসাক মহৎ লোক বলেই অনাথা বোবা মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

(ক) গোসাইদের ছোট ছেলেটির নাম কী?

(খ) সুভা মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করত কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকের মিনু ‘সুভা’ গল্পের কোন চরিত্রের প্রতীক? নিরূপণ কর।

(ঘ) “উদ্দীপকের মিনুর সাথে ‘সুভা’ গল্পের সুভার সাদৃশ্য থাকলেও সুভার জগৎটি ভিন্ন।”— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

☉ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ☉

(ক) গৌসাইদের ছোট ছেলেটির নাম প্রতাপ।

(খ) প্রতাপের কাছে নিজের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য সুভা মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করত। প্রতাপ যখন ছিপ ফেলে জলের দিকে চেয়ে থাকত তখন সুভা তার কাজে সাহায্য করতে চাইত। সে কাজের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে চাইত যে এই পৃথিবীতে সেও একজন প্রয়োজনীয় লোক। কিন্তু সুভা কিছুই করতে পারত না। আর সে কারণেই সে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করত— যাতে অলৌকিক ক্ষমতাবলে কোনো একটি কাজ করে সে প্রতাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

(গ) উদ্দীপকের মিনু ‘সুভা’ গল্পের সুভা চরিত্রের প্রতীক। আমাদের সমাজে অনেক মানুষ যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত। তবে অনেকের মাঝেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় অবস্থানগত প্রেক্ষাপটের দিক থেকে। আমাদের সবার উচিত তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা। উদ্দীপকের মিনু সুবিধাবঞ্চিত শিশু। সে কথা বলতে পারে না। শারীরিক এই অক্ষমতা নিয়ে তার আশ্রয় হয় দূরসম্পর্কের পিসিমার বাড়িতে। কথা না বলতে পারলেও সবারকম কাজ সে করতে পারে। ‘সুভা’ গল্পে সুভা কথা বলতে পারে না। সবার কাছ থেকে যায় শুধু অবহেলা। বাবা বলে সুভা নিজেকে সবার কাছ থেকে গুটিয়ে রাখে। কথা বলতে না পারার কষ্ট সুভা নিজের মাঝে বয়ে বেড়ায়। সবাই যখন সুভার কথা না বলতে পারার দিকটিকে ইঙ্গিত করত, তখন সে নিজেকে বিধাতার অভিশাপ হিসেবে মনে করত। এ কারণেই উদ্দীপকের মিনু ‘সুভা’ গল্পের সুভা চরিত্রের প্রতীক।

(ঘ) “উদ্দীপকের মিনুর সাথে ‘সুভা’ গল্পের সুভার সাদৃশ্য থাকলেও সুভার জগৎটি ভিন্ন।”— উক্তিটি যথার্থ। সমাজের কিছু মানুষ তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে অবহেলার শিকার হন। মানুষের অবহেলার কারণে তাদের কষ্টের সীমা থাকে না। আমাদের সবার উচিত তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। উদ্দীপকের মিনু বাকপ্রতিবন্ধী শিশু। বাবাকে জন্মের আগেই হারিয়ে মিনুর স্থান হয় দূরসম্পর্কের পিসিমার বাড়িতে। মিনুর বয়স মাত্র দশ বছর হলেও সে সবারকম কাজ করতে পারে। পিসিমার বাড়িতে থাকার কারণে এই কষ্ট তাকে মেনে নিতে হয়েছে। ‘সুভা’ গল্পের সুভাও কথা বলতে পারে না। ছোট থেকেই নিজের এই অভিশাপকে মেনে নিয়েছে সুভা। সুভার পিতা-মাতার মনেও সর্বদা এই বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তা বিরাজমান ছিল। বড় দুটি বোনের বিয়ে হয়ে গেলেও সুভাকে নিয়ে তার পিতা-মাতার মাঝে কিছুটা নীরব হৃদয়ভার ছিল। অবশ্য বাবা-মার সাথে থেকে সুভা কখনো নিজেকে অসহায় বোধ করেনি। বরং সুভাকে যেন তার বাবা অন্য মেয়েদের চেয়ে একটু বেশি ভালোবাসতেন। কিন্তু সে কথা বলতে পারে না বলে কেউ তার সঙ্গে মিশত না। কথা বলতে না পারার দিক থেকে উদ্দীপকের মিনুর সাথে ‘সুভা’ গল্পের সুভার সাদৃশ্য থাকলেও সুভার জগৎটি ভিন্ন ছিল। কারণ মিনু বড় হয়েছে পিসিমার আশ্রয়ে। সেখানে তাকে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু ‘সুভা’ গল্পের সুভা বড় হয়েছে মা-বাবার ভালোবাসায় এক ভিন্ন জগতে। তাই উক্তিটি যথার্থ।

০৪। ‘সেই ছেলেটি’ নাটিকাটিতে একটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। একই সাথে প্রকাশ পেয়েছে শিশুর প্রতি বড়দের মমত্ববোধ। আরজু, সোমেন ও সাবু তিন বন্ধু একই স্কুলে একই শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ে হেঁটে আসতে আরজুর খুব কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে তার পা অবশ হয়ে আসে। বন্ধুদের সাথে সমান তালে চলতে পারে না।

(ক) ‘সুভা’ গল্পে কোন তিথির কথা উল্লেখ আছে?

(খ) প্রতাপ সুভার মতো সঙ্গী প্রত্যাশা করেছে কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকের সাথে ‘সুভা’ গল্পের সাদৃশ্য চিহ্নিত কর।

(ঘ) উদ্দীপকের আরজুর কষ্ট আর ‘সুভা’ গল্পের সুভার কষ্ট এক সুতোয় গাঁথা— মন্তব্যটি তুমি সমর্থন কর কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

(ক) ‘সুভা’ গল্পে শুক্লাদ্বাদশীর তিথির কথা উল্লেখ আছে।

(খ) মাছ ধরার সময় প্রতাপ সুভার মতো সঙ্গী প্রত্যাশা করেছে, কারণ সুভা নিশ্চুপ থাকে। সুভা কথা বলতে পারে না। তার এই নিশ্চুপ বথাকার বিষয়টি প্রতাপের মাছ ধরার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না। তাই প্রতাপ যখন ছিপ ফেলে জলের দিকে চেয়ে থাকত তখন সুভার উপস্থিতিতে বিরক্ত হতো না। কারণ সুভা কথা বলতে না পারায় কোনো শব্দ হয় না। মাছ ধরার সময় প্রতাপ এমনই এক সঙ্গীর প্রত্যাশা করেছে। সে মনে করে মাছ ধরার সময় নিশ্চুপ সঙ্গী সবচেয়ে ভালো।

(গ) উদ্দীপকের সাথে ‘সুভা’ গল্পের শারীরিক সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতি মানুষের সহানুভূতির বিষয়টির সাদৃশ্য রয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি আমাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও মমত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। তাদের মধ্যে কথা বলতে না পারা, কানে শুনতে না পারা, দৃষ্টিশক্তিহীনতা, হাত-পা বা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গের সমস্যা হতে পারে। আমাদের সেবা ও মানবীয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা উচিত। উদ্দীপকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন একটি শিশু আরজুর সমস্যা ও মনঃকষ্টের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তার প্রতি বড়দের মমত্ববোধও লক্ষ করা যায়। পায়ে সমস্যা থাকার কারণে অন্য বন্ধুদের সাথে স্কুলে হেঁটে আসতে তার কষ্ট হয়। পা অবশ হয়ে আসায় সবার সাথে সমানতালে চলতে পারে না। তার এ পরিস্থিতিতে সবাই সহানুভূতি ও মমত্ববোধ প্রকাশ করেছে। ‘সুভা’ গল্পে সুভা কথা বলতে পারে না। তার মা এটাকে নিয়তির দোষ মনে করলেও বাবা তাকে অনেক ভালোবাসেন। কেউ তার সঙ্গে মেশে না, খেলাধুলা করে না, তার সামনেই তার কথা না বলতে পারার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। কেউ পাশে না থাকলেও সুভার বাবা ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর সহানুভূতির বিষয়টি উদ্দীপকটিকে ‘সুভা’ গল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

(ঘ) “উদ্দীপকের আরজুর কষ্ট আর ‘সুভা’ গল্পের সুভার কষ্ট এক সুতোয় গাঁথা।”— মন্তব্যটি আমি সমর্থন করি। প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোর আমাদের সমাজের মানুষ। তারা শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে নিজেদের গুটিয়ে

রাখতে ভালোবাসে। আমাদের সবার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। উদ্দীপকের আরজুর পায়ে সমস্যা থাকার জন্য হেঁটে স্কুলে আসতে কষ্ট হয় অ তার অন্য বন্ধুদের সাথে সে সমান তালে চলতে পারে না, পা অবশ্য হয়ে আসে। এ কারণে আরজু প্রচণ্ড কষ্ট পায়। ‘সুভা’ গল্পের সুভাও কথা বলতে পারে না। এজন্য কেউ তার সাথে মেশে না। সবাই সুভার সামনেই তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা বলে। যার জন্য সে একা একা থেকে নিজের একটি জগৎ তৈরি করে নেয়। শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে সুভা মনে মনে অনেক কষ্ট পায়। ‘সুভা’ গল্পের সুভার মনে কথা না বলতে পারার কষ্ট ছিল। আর উদ্দীপকের আরজুর পায়ে সমস্যার কারণে মনে মনে কষ্ট পেয়েছে। দুজনই এই কষ্ট দূর করার জন্য সবার সহানুভূতি প্রত্যাশা করেছে। সে কারণেই বলা যায়, উদ্দীপকের আরজুর কষ্ট আর ‘সুভা’ গল্পের সুভার কষ্ট এক সুতোর গাঁথা।

০৫। অতি সাধারণ এক কিশোর লখা। কথা বলতে পারে না সে। কিন্তু তাতে কীই-বা আসে যায়। লখা উঁচু ডালে উঠে লাল ফুল সংগ্রহ করে শহিদ মিনারে যায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। কথা বলতে না পারলেও তার মুখ দিয়ে আঁ আঁ আঁ আঁ ধ্বনির মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসে বাঙালির গর্বের উচ্চারণ।

(ক) সর্বশী ও পাঙ্গুলি কার নাম?

(খ) প্রতাপের দ্বারা সংসারের উন্নতির আশা বাবা-মা ত্যাগ করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকের লখা ‘সুভা’ গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) “উদ্দীপকটি ‘সুভা’ গল্পের একটি চরিত্রকে প্রতীকায়িত করেছে মাত্র, গল্পের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করতে পারেনি।” – মূল্যায়ন কর।

☉ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ☉

(ক) সর্বশী ও পাঙ্গুলি সুভাদের গোয়ালের দুটি গাভীর নাম।

(খ) প্রতাপ নিতান্ত অকর্মণ্য ছির বলে তার বাবা-মা তার দ্বারা সংসারের উন্নতির আশা ত্যাগ করেছিলেন। বাবা-মার ছোট ছেলে প্রতাপ ছিল নিতান্ত অকর্মণ্য। অনেক চেষ্টা করেও তাকে দিয়ে সংসারের উন্নতির কোনো কাজ করানো সম্ভব হয়নি। এজন্য প্রতাপের মা-বাবা তাকে নিয়ে প্রত্যাশা বাদ দিয়েছেন। সে অপরাহ্নে নদীতীরে ছিপ ফেলে মাছ ধরত। কারণ এভাবে অনেকটা সময় কাটানো যায়। আসলে প্রতাপ ছিল প্রচণ্ড অলস প্রকৃতির একজন মানুষ।

(গ) উদ্দীপকের লখা ‘সুভা’ গল্পের সুভা চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। পৃথিবীটা অনেক সুন্দর। এই সুন্দর পৃথিবীতে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে অনেক মানুষ অনিন্দ্য সৌন্দর্য উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়। শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও অনেকে তাদের তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও দক্ষতা দিয়ে অনেক মহৎ কাজ সম্পাদন করে। উদ্দীপকে আমরা কিওশার লখার পরিচয় পাই, যে কথা বলতে পারে না। লখা বাকপ্রতিবন্ধী কিশোর। কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তার কোনো কাজেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। অন্যান্য সুস্থ মানুষের মতো লখাও নিজেকে সব কাজে সম্পৃক্ত করতে চায়। ‘সুভা’ গল্পের সুভাও কথা বলতে পারে না। কথা বলতে পারে না বলে কেউ

তার সাথে মেশে না। সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী হলেও সব কাজ করতে পারে। আর দশটি স্বাভাবিক মানুষের মতো সেও নিজেকে সব কাজে সম্পৃক্ত করতে চায়। এদিক দিয়ে উদ্দীপকের লখাকে ‘সুভা’ গল্পের সুভার প্রতিচ্ছবি বলা যায়।

(ঘ) “উদ্দীপকটি ‘সুভা’ গল্পের একটি চরিত্রকে প্রতীকায়িত করেছে মাত্র, গল্পের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করতে পারেনি।”— মন্তব্যটি যথার্থ। শারীরিক প্রতিবন্ধিতা মানুষকে স্বাভাবিক জীবন থেকে পৃথক করে দেয়। কথা বলতে না পারা এক ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধিতা। যারা বোবা তারা কর্মের মাধ্যমে তাদের না-বলা কথাগুলোকে প্রকাশ করে। তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। উদ্দীপকে দেখা যায়, কিশোর লখা কথা বলতে পারে না। কিন্তু কথা না বলতে পারার কষ্ট নিয়ে লখা থেমে থাকে না। অন্যান্য মানুষের মতো সেও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। ‘সুভা’ গল্পে লেখক বাক্‌প্রতিবন্ধী এক নারী চরিত্রের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। তার নাম সুভা। সুভা কথা বলতে পারে না বলে পরিবারের সবাই অনেক চিন্তিত তার ভবিষ্যৎ নিয়ে। কিন্তু সুভাও সবার মতো কাজ করতে পারে। সেও নিজেকে সকলের মাঝে সম্পৃক্ত করতে চায়। বাক্‌প্রতিবন্ধকতার কষ্ট সে তার কাজের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে উঠতে চায়। সে সৃষ্টিকর্তার কাছে অলৌকিক ক্ষমতারও প্রার্থনা করে যাতে সে সবার দৃষ্টিতে কাজের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এই দিকটিকে উদ্দীপকটি তুলে ধরলেও গল্পের সামগ্রিক বিষয় তুলে ধরতে পারেনি। ‘সুভা’ গল্পে উদ্দীপকের লখার সাথে সুভার সাদৃশ্য রয়েছে বটে, তবে এই দিকটি ছাড়াও গল্পে বেশকিছু বিষয়ের এবং ভাবের বর্ণনা রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের ওপর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের মনঃকষ্ট ও অসহায়ত্ব, অনুভূতির তীব্রতা, তাদের প্রতি সমাজের মনোভাব, লেখকের সহমর্মিতা— এসব বিষয় উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, মন্তব্যটি যথার্থ।